5TH SEMESTER : PHILOSOPHY (HONOURS)

CC-DSC- 2 . UNIT - VII

আত্মহত্যা [স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি]

DR. BIBHUTI BHUSHAN NAYAK

—: আত্মহত্যার বিপক্ষে যুক্তি :—

জীবনভিত্তিক যুক্তি :— উদ্ভিদ-জগৎ ও জীব-জগৎকে নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করলে এটা উপলব্ধি করা যায়, প্রাণ তার স্বভাবধর্মে পরিবেশের মধ্যে অভিব্যক্ত হতে চায়। দীর্ঘদিন ধরে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। দীর্ঘায়ুর জন্য বৃক্ষাদি উদ্ভিদ সূর্যলোকের দিকে শাখাপ্রশাখা প্রসারিত করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম সাগ্রহ করে। শক্তিবলেই মূলকে প্রবিষ্ট করে খাদ্য-রস সংগ্রহ করে, বেঁচে থাকার জন্য জীবজগতে আছে অদম্য প্রয়াস. ডারউইন যাকে বলেছেন জীবন-সংগ্রাম বা বাঁচার জন্য সংগ্রাম. স্পেনসার যাকে বলেছেন জীবনযুদ্ধে টিকে থেকে জীবনকে দীর্ঘায়িত করা। মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনে এই সংগ্রাম অন্ধ-প্রবৃত্তির তাড়না প্রসূত সচেতন সংগ্রাম নয়। মানুষ সচেতনভাবে তার জীবনকে রক্ষা করতে চায়. দীর্ঘায়ু কামনা করে। প্রাণের স্বভাবধর্ম অনুসারে জীবন সবার কাছেই পরম প্রিয়। মানুষের কাছেও তার জীবন পরম প্রিয়। স্বভাবধর্ম অনুসারে যাকে সে অবহেলায় হারাতে চায় না। আত্মহত্যা প্রাণের স্বভাব ধর্মকে অবহেলা করে। এজন্য এ বিনাশ অর্থাৎ আত্মহত্যা অন্যায় অপরাধ।

সমাজ-ভিত্তিক যুক্তি :— সমাজবদ্ধ প্রত্যেক মানুষের তার সমাজের কাছে কিছু দায়বদ্ধতা থাকে। সমাজ কল্যাণের দায়বদ্ধতা, সমাজে নিজ স্থান ও পেশা অনুসারে দায়বদ্ধতা, যেমন:- পিতা-মাতার সন্তান পালনের, শিক্ষকের শিক্ষা বিতরণের, চিকিৎসকের রোগ নিরাময়ের, এভাবে সমাজের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্থান ও পেশা অনুসারে সমাজ সেবার দায়বদ্ধতা। সমাজবদ্ধ মানুষ তার সামাজিক দায় দায়িত্ব পালন না করলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। আত্মহনন করে সমাজ সেবাকে উপেক্ষা করা তাই সামাজিক দিক থেকে অন্যায়, সামাজিক অপরাধ।

Scanned with CamScanner

ধর্ম- ভিত্তিক যুক্তি :— আত্মহত্যার বিরুদ্ধে সাধারণত এই যুক্তিটিকেই উল্লেখ করে বলা হয়. আত্মহত্যা মহাপাপ, অতি প্রাচীন কাল থেকেই আত্মহত্যা অধার্মিক রূপে গন্য করা হয়, জগতে যা কিছু আছে এবং যেমন ভাবে আছে তা ঈশ্বরের নিয়মে আছে, জড়জগতের মতো মানুষের জীবনেও সব কিছু ঈশ্বরের নিয়ম অভিপ্রায় অনুসারে আছে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসরন করেই মানুষকে জীবন ধারন করতে হবে. আবার মৃত্যুবরন করতে হবে, আত্মহত্যায় ঈশ্বরের ঐ অভিপ্রায় অমান্য করা হয়. বলে তা ধর্মীয় দিক থেকে পাপ. মহাপাপ, সেন্ট অগাস্টিন টমাস একুইনাস প্রভৃতি দার্শনিক মন একই ভাবে. ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে আত্মহত্যাকে অনাচার বলেছেন,

নীতি ভিত্তিক কর্মসূচি :— ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় এই যুক্তিটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পূর্ন, সমাজের পটভূমিকায় আমাদের যেসব ক্রিয়াকর্ম অন্যকে কোন না কোনো ভাবে প্রভাবিত করে, তাদের নৈতিক বিচার অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিচার হয়, আত্মহনন কারী ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তার পরিবারের, আত্মীয় পরিজনের ক্ষতিসাধন করে তাই আত্মহত্যা নৈতিক দিক থেকে অন্যায় কর্ম, আমি আত্মহত্যা করলে তার প্রত্যক্ষ ফল কেবল আমার অবলুপ্তি হলেও, আমার পরিবারকে, আমার নিকট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকেও তার পরিনাম ভোগ করতে হয়, আমার উপার্জন থেকে আমার পরিবার বঞ্চিত হয়. পিতৃহীন হয়ে আমার পুত্র কন্যা অব হেলিত হয়, আমার বন্ধুবর্গ আমরা সঙ্গ- সুখ থেকে বঞ্চিত হয়, উপযোগবাদের দিক থেকে তাই আত্মহত্যা নীতিগত ভাবে অনুচিত কর্ম, কেননা তা সুখের পরিনাম অপেক্ষা দুঃখের পরিমান বৃদ্ধি করে,

আত্মহত্যার সপক্ষে যুক্তি

আত্মহত্যার সমর্থক এরা বিরুদ্ধবাদীদের উপরোক্ত যুক্তি গুলি অগ্রাহ্য করেননা, আত্মহত্যার সমর্থক এরা বলেন যে, সাধারনভাবে জৈবিক, সমাজের ও নৈতিক দিক থেকে আত্মহত্যার অন্যায় অপরাধ, অবশ্য এঁরা আত্মহত্যা প্রসঙ্গে ধর্মীয় যুক্তিটিকে তেমন জোরালো বলেননা, আত্মহত্যার সমর্থকদের অভিমত হল— সমাজবদ্ধ জীবনে প্রাসঙ্গিক বিষয় হল, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং নৈতিকতা, আত্মহত্যা প্রসঙ্গে এই দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলে আত্মহত্যাকে কখনই করা যায়না, আত্মহত্যার সমর্থকরাও তাই এই দুটি যুক্তির দাবিতে সাধারনভাবে আত্মহত্যাকে অন্যায় ও অপরাধ বলেন,

তবে সাধারনভাবে আত্মহত্যা অন্যায় ও অপরাধ হলেও ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহত্যা ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানে উচিত কর্মরূপে বিবেচিত হতে পারে, এটাই আত্মহত্যার সমর্থকদের সার বক্তব্য, ব্যক্তির যেখানে তার পরিবার তথা সমাজকে দেবার মতো কিছুই থাকেনা, ব্যক্তির মৃত্যুতে সমাজ যেখানে কোনোভাবেই ক্ষতি গ্রস্থ হয়না, সেখানে ব্যক্তির ~~মৃত্যুতে সমাজ~~ আত্মহনন সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে উচিতকর্ম, এজাতীয় বিশেষ ক্ষেত্রে এটাই বলতে হয়, যে ব্যক্তির যেমন বাঁচার অধিকার আছে, তেমনি তার মরারও অধিকার আছে

মুক্তমুক্তবী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম এমন বিশেষক্ষেত্রেই আত্মহত্যাকে উচিত কর্ম বলেছেন, of suicide নামক নিবন্ধে হিউম বলেছেন কোনো মানুষ জীবনে যে একান্ত ভাবে ক্লান্ত ওবীতশ্রদ্ধ, ব্যাথা এবং বেদনায় যে জর্জরিত, সাহসপূর্বক সে যদি স্বাভাবিক মৃত্যুভয়কে জয় করে এই দুর্বিসহ জীবনকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ আত্মহত্যা করে, তাহলে সেটাই হবে যুক্তি সিদ্ধ ও সঙ্গত, .

Scanned with CamScanner